বেজায় আওয়াজ।

ROYAL SALUTE.

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

৬নং বিডন ষ্ট্রীট, মিনার্ভা থিয়েটার হইতে
শ্রীকেদারনাথ কোঙার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY P. S. SAHA,
AT THE
NEW CALCUTTA PRESS,
2, *Hari Mohun Basu's Lane, Calcutta*

1893.

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

দাদা,

আপনার অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে যে মূকও বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, এ পুস্তক তাহারই পরিচয়।

স্নেহের—

দেবেন্—

পাত্র-পাত্রী।

পুরুষগণ।

নিশিকান্ত ... বিষ্ণুপুর নিবাসী জনৈকব্রাহ্মণ।

মধধন ... নিশিকান্তের শ্যালক ও বঙ্গসেনার ভাবী কার্ণেল।

গণেশ ... মধধনের খুড়তুতো ভাই ও বাঙ্গালার ভাবী বাদ্‌শা।

গোবর্দ্ধন ... বাঙ্গালী পার্লামেণ্ট সভার সেক্রেটারী।

হরিহর পাকড়াসী বাঙ্গালার ভাবী বড়লাট ও ২৪ পরগণার ডিউক।

কাঙ্গালীচরণ দাস বাঙ্গালার ভাবী জেনেরেল বাহাদুর ও মুচিখোলার ডাইকাউণ্ট,

ফিকিরচাঁদ ঘোষ বাঙ্গালার ভাবী ছোটলাট ও সেওড়া তলার মারকুইস।

রামনিধি বাচস্পতি বিশপ অফ রসাগোলা।

শ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন আর্চ বিশপ।

স্ত্রীগণ।

মধধনের স্ত্রী ... বঙ্গসেনার ভাবী লেফটেনেণ্ট

গণেশের স্ত্রী ... বঙ্গের ভাবী বাদ্‌সাজাদী।

হরিহর পাকড়াসীর স্ত্রী ... ভাবী বড়লাটনী।

কাঙ্গালীচরণ দাসের স্ত্রী ... ভাবী জেনেরেলনী।

ফিকিরচাঁদ ঘোষের স্ত্রী ... ভাবী ছোটলাটনী।

ইংরাজ ডেপুটী, পার্লামেণ্টের সভাগণ, নাগরিক ও নাগরিকাগণ, উকীল
মক্কেলদ্বয়, ভট্টাচার্য্য, নাপিত, নাপিতনী, হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণী, পুরোহিত, পুরোহিতপত্নী, রমণী সেনাগণ,
স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ, ভাট, ডুমার, জনৈক
বক্তা, মাতাল, ভিস্তি, রঙ্গদারণী,
রঙ্গদার ও পত্নীগণ ইত্যাদি।

বেজায় আওয়াজ।

ইডেন গার্ডেন—প্রস্তাবনা।

(গীত।)

বাংলা এবার স্বাধীন হ'লো বক্তৃতার জোরে
বাংলা ছেড়ে জাহাজ চ'ড়ে
সাহেব কাল পালাবে ভোরে ॥
ফোয়ারা যখন ছোটে বক্তৃতার,
কে তোড়ে ঠেঁকে তার
গোলার আওয়াজ জড়সড় শুনে হুহুঙ্কার।—
মেজাজ গভীর বক্তৃতা বীর বাঙ্গালী কারেডরে ॥
হাত নাড়া দিয়ে জুড়্‌লে বক্তৃতা,
মেম সাহেবের ঘুরে যায় মাথা,
চেয়ার ফেলে সাহেব ছোটে সরেনা কথা।—
টাউন হল যায় ফেটে চোটে
আওয়াজ দিলে জোর ক'রে ॥
বাঙ্গালীর নাইকো একতা, বল বলে কে এ কথা,
প্লাকার্ড মারো হবে বক্তৃতা।—
হর রঙ্গা পোষাকে অমনি টাউন হল যাবে ভ'রে ॥

বেজায় আওয়াজ।

প্রথম দৃশ্য।

ধর্ম্মতলার মোড়।

(এক দিক দিয়া গোবর্দ্ধন, নাগরিকগণ, ড্রামার ও অপর দিক দিয়া নিশিকান্তের প্রবেশ)

গোব। যে হেতু অপ্রকাশ নাই যে বক্তৃতা যুদ্ধে গোলা যুদ্ধ বিশারদ ইংরাজ পরাস্ত হইয়াছে, এবং মেম সাহেবের অনুরোধে সন্ধি প্রার্থনা করিতেছে, আমরা আমাদের বক্তৃতা-বল বদন্যতাসহকারে আর অধিক প্রকাশ করিব না। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড হিন্দুদিগের প্রাচীন সুনিয়ম, সেই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা তাহাদের এই আকিঞ্চন উপেক্ষা করিব না, যে পরাজয় স্বীকার করে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর হইব না, অতএব নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিয়াছি।—

প্রথম সর্ত্ত—আমরা প্রস্তাব করিয়াছি ও তাহাতে ইংরাজ স্বীকৃত আছে, যখন অস্ত্রযুদ্ধ উপস্থিত হইবে, বাক্যুদ্ধ বিশারদ বাঙ্গালী—জাঁদরেল, কার্ণেল প্রভৃতি উচ্চপদ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু গোলাগুলির আয়ত্ত স্থান অতিক্রম করিয়া, গোরা-রক্ষিত শিবিরে বসিয়া বক্তৃতা করিবেন মাত্র। যুদ্ধে যে রক্তক্ষয় হইবে তা গোরার, যে অর্থব্যয় হইবে তা ইংরাজের, যে গৌরব হইবে, তা বাঙ্গালীর; ইংরাজ কোনও কালে তাহার দাবী করিবেন না।

দ্বিতীয় সর্ত্ত—সর্ত্তটী কিছু কঠিন বটে, কিন্তু সন্ধি

স্থাপন করিতে গেলে কিঞ্চিৎ সহ্য করিতে হয় যে, আমরা পরস্পর বাঙ্গালা কথা কহিতে ইংরাজী কথার বুকনী দিব না, মাতা ও স্ত্রীর সহিত কখনও কোন ইংরাজী বুলি দিতে পারিব না, নিয়মটী এই; কিন্তু বীর ধীর সুগভীর বাঙ্গালীর সকলই সহ্য করা উচিত, স্বার্থ ত্যাগ করা বীরের কর্ত্তব্য, অতএব এই যে পরম স্বার্থ পরমার্থ স্বরূপ যে ইংরাজী বুলি ঝাড়া পরিত্যাগ করিব ইহা স্বীকার করিতে হইল।

তৃতীয় সর্ত্ত।—বড় ভয়ানক, কিন্তু যদ্যপি না স্বীকার করি, কি জানি যদি ক্রুদ্ধ ইংরাজ বক্তৃতার ভয় উপেক্ষা করিয়া তলোয়ার খোলে, যে ইংরাজ কারিকর এ দেশে থাকিবে না, দর্জ্জিও না, কোট কে প্রস্তুত করিবে? এ কথা লইয়া রাজনীতি বিশারদ মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিস্তর আন্দোলন করিয়াছেন, এ বড় বিষম ব্যাপার! কৌশলে ও প্রবঞ্চনায় সকল কার্য্য সাধন করাই রাজনীতি; ইংরাজ স্বীকার করিতেছে—বাঙ্গালীকে পল্‌কা ড্যান্স শিখাইয়া যাইবে।

আজ্ হতে গোরার ভয় নিবারণ! গড়ের মাঠে আর ভয় ভয় চিত্তে বেড়াতে হবেনা, সেলারের উপদ্রব দূর, চাপরাসীর আর চোখ রাগানি থাক্‌বে না; নব রাজ্যে আর কতকগুলি নূতন নিয়ম হয়েছে যা সাধারণের জানা আবশ্যক। কোন হিন্দু টিকী রাখিতে পারিবে না, আমরা বিবাহের পূর্ব্বে

কোর্টসিপ্ প্রথা স্থাপন করিয়াছি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আমাদের পার্লামেণ্ট বসিবে, তাহাতে রাজ্যের হিতকর ও শুভজনক নিয়মাবলী স্থির হইবে এবং এইরূপে সাধারণে বিদিত করা যাইবে।

[প্রস্থান।

নিশি। (স্বগতঃ) এরা কি গাঁজা খোর না কি? এরা যে রাজ্য রাজ্য কর্‌ছে এর ব্যাপার কি? কলকেতায় নানান বর্ণের লোক আছে, কতকগুলো লোক জড় ক'রে চেট্‌ড়া পিট্‌লে, ব্যাপারটা কি বল দেখি? সং সাজবার পাগ নিয়েছে নাকি? দেখি না দুটো একটা কথা ক'য়ে দেখি। (প্রকাশ্যে) আপনারা কাদের সং? কাঁসারীদের সং নাকি? কাঁসারীদের সং তো বান-ফোঁড়ার দিন বেরোয়।

১ম নাগ। সং নয় সং নয়, রাজ্যলাভ করিছি।

নিশি। ক্ষ্যাত ক'রেছ, মুস্কিল আমার সং বেরো-বেত; দেশলাইওয়ালা বড় চমৎকার হয় কিন্তু!—

২য় না। ড্যাম্ ষ্টুপিড্।

নিশি। এবারটা একটা বেশ নূতন সং দিয়েছে, গোরাটে রকমের অথচ বাঙ্গালী।

৩য় না। মশায় অতি নির্ব্বোধ।

নিশি। বাঃ বাঃ বেড়ে সং দিয়েছে।

৪র্থ না। সং দিইছি কি মশায়!

নিশি। বটে বটে, সংগুলো দিলে একরকম, ঠিক

ঠাক্ ক'র্‌তে পার্‌লে না, আমিও একটা সং দিতে পারি কিন্তু আমিত ওদের সাট জানিনা; কথায় জবাব দিতে পাল্লুম না, বিষ্টুপুরের চড়কের সং হ'তো, আমায় যেমন ব'ল্‌তো—বেল্লিক আহাম্মক, আমি ও ব'লতুম—উভয়ত উভয়ত, শালাদের গাত ক'রে দিতুম! ই মশাই এ কিসের সং বেরুল?

৪র্থ না। তুমি অতি আহাম্মক নির্ব্বোধ।

নিশি। তা আমায় গাল দিচ্ছেন কেন? আহাম্মক বানিয়ে দিয়েছে।

[নিশিকান্তকে আক্রমণ ও সকলের প্রস্থান।

(এক দিক দিয়া রমণীগণ ও অপর দিক দিয়া নিশিকান্তের পুনঃ প্রবেশ)

রমণীগণ। (গীত)

সইলো আজ খবর চমৎকার।
বিয়ের আগে, অনুরাগে আস্‌বে লো ভাতার।
ভাতার গিরির খাট্‌বে এপ্রেন্‌টিস
কাছে ব'সে হেসে কথা কবে লো ফিস্ ফিস্,
যোগাবে এসেন্স শিশি বেলের গ'ড়ে
ম্যাঙ্গ ম্যাঙ্গ ফিস্;
কিস্ করে হায় হাঁটু গেড়ে
ব'লবে তুমি মাইডিয়ার,
কনেগিরি ঝকমারি সই থাকবে না লো আর॥

[প্রস্থান।

নিশি। আবার একদল সং বেরিয়েছে। তাইতো বলি, তবেত খুব এসে পড়েছি, কল্‌কেতার রগড় দেখা যাবে, এখনো বেলা হয় নি একটু মজা দেখে যাই।

(নাপিত ও নাপিতিনীর প্রবেশ ও গীত)

নাপিত—

আমার রসে ভরা রসের নাপ্তিনী।

নাপতিনী—

খেটে খুটে যোগাই আমি মিন্সে করে কাপ্তিনী॥

না—

বা বা সাবাস্ রে ক্যাবাৎ
নাপ্তিনীর টিকীকাটা হাত।

নাপ্তিনী—

আমি যাই কামিয়ে আনি
মিন্সে নেশায় কুপোকাৎ।

না—

নাপ্তিনীর গুণে আমার বেজায়
লোকের আমদানী॥

নিশি। গোলেমালে ব্যাগ্‌টা কোন শালা একেবারে উঁধাও ক'রে নিয়ে গেল, বরাবর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আসচি, কই দেখ্‌তে তো পেলুম না।

নাপিত। মশাই টিকী রেখেছেন, জরিমানা দেবেন কি?

নিশি। হিন্দুর ছেলে শিকা রেখেছি জরিমানা দেব কেন?

নাপিত। মশায়ের বাড়ী বুঝি কলকেতায় নয়? আসুন আসুন আর বেশী এগুবেন না, এখনই ধরা প'ড়বেন, টিকী পেছু এক টাকা জরিমানা।

নিশি। ধরা প'ড়ব কি বাপু? এলাহাবাদ থেকে এতদূর এলুন কেউ ধল্লে না।—

নাপিত। আসুন না মশায়।

নিশি। কোথায়?

নাপিত। দোকানে চলুন—টিকীটা ছেঁটে দি।

নিশি। না বাপু।

নাপিত। না কি, তা হবেনা, আপনাকে ছাড়বোনা, কৈ দেখি? ইস্, আপনি এত বড় টিকী রেখেছেন? দুটাকা জরিমানা হতো, দু—টা—কা, (নাপ্তিনী কর্তৃক টিকী কর্ত্তন) দিন, আট গণ্ডায় কাজ সাফাই হ'লো।

[প্রস্থান।

নিশি। সাফাই হাত বাবা, শিক্ষাটা কার কাছে?

(অনেক উকিলের প্রবেশ)

উকীল। মশায়, কারখৎ নেবেন না, আসুন আমি খুব কমে জমে ক'রে দেব।

নিশি। কারখৎ নোব কি বাপু?

উকীল। আজ্ঞে আপনার পরিবারের নাম বলুন।

নিশি। রাস্তার মাঝখানে কি রকম কথা বার্ত্তা কচ্ছেন?

(অনেক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টাচার্য্য। মশায় আমি রাজনীতিবাগীশ, এই খানে টোল ক'রেছি কিছু বিধান নিতে হয়ত আসুন।

নিশি। কিসের বিধান মশায় ?

ভট্টা। এই বিধবা বে'র, মুরগী খাবার, বিলেত যাবার, দোপড়া মেয়ে বে দেবার।

নিশি। এ জবর ভট্‌চাজ্‌ বটে !

(হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

আমার মটনকারী ভোগ।
শালগেরামের প্রসাদ করা থাকবেনা রোগ শোক।
আমার ফাউলকারী খেয়ে গেরি
তর্কপঞ্চানন,
হ্যাম দেখে তাঁর ঝরে নোলা
টিবন কোল্‌ড মটন,
আমার শুদ্ধ খানা নাইকো মানা
স্মৃতির এ ব্যবস্থা যোগ।

ব্রাহ্মণ। মশায়, অনেক বেলা হ'য়েছে কত দূর যেতে হবে ?

নিশি। মশায় আমার সম্বন্ধীর বাটীতে যাব।

ব্রাহ্মণী। বিস্তর বেলা হ'য়েছে, মহাশয় কিছু আহার ক'রে যান না ? আমরা নূতন হোটেল ক'রেছি।

ব্রাহ্মণ। চলুন মশায় চলুন, অতি উত্তম কাউনকারী গঙ্গাজলে পাক ব্রাহ্মণীর রান্না গুণনিধি তর্কপঞ্চানন মশায় বিধি দিয়েছেন, কোনও দোষ হবেনা, কোন দোষ হবে না।

ব্রাহ্মণী। ভাবছেন অবাই কথা, তা নয় উচ্ছুগ্যু ক'রে বলি দেওয়া, দশ আনা ডিম্।

নিশি। বাপু, হিন্দুর ছেলে মুরগী খাব।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আমি বড় বড় পণ্ডিতের সই করা বিধান দেখাব।

নিশি। এই টোপ্ তোলা পণ্ডিত ত?

(ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)

(ভিস্তির প্রবেশ)

ভিস্তি। (গীত)

গিয়া ডায়মন হারবার পাণী উঠানে,
হুকুম হুয়া গঙ্গাপানি ছিটানে।
মশক পায়া, গঙ্গাজী খুশী হুয়া,
পাক মশক ভর্‌কে মুঝে পানী দিয়া ;—
বোলা পাদরী ভট্‌চাজ্, পানী ছিটানে আজ্,
উচা গির্জ্জামে গোপালজী জরুর জাঙ্গে
আগে আগে হোগা হামকো জানে॥

[প্রস্থান।

উকীল। স'রে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও।

নিশি। মশায় ধাক্কা দিচ্ছেন কেন? সোজায় ব'ল্লেই হয়।

উকীল। তুমি সর কে? সরে দাঁড়াও, দেখ্‌তে পাচ্ছনা কে আস্‌ছে?

নিশি। আস্‌চেন ত এত রাস্তা র'য়েছে যান না?

উকীল। চোপ্‌ বিশপ্‌ অব্‌ মুগ্ধা পাগ্‌লা।

নিশি। কে মশায়?

উকিল। রামনিধি বাচস্পতি। বিশপ্‌ অব মুগ্ধা পাগ্‌লা।

উকীল। চোপ্‌ চোপ্‌ শ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন আর্চবিশপ্‌।

নিশি। কি বল্‌ছেন মহাশয়?

উকীল। এখন চুপ্‌ করুন, এখন চুপ করুন, এর পর বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

উকীল। আর্চ বিশপ্‌ মহাশয় গুড্‌মর্ণিং হই।

আর্চবিশপ্‌। এমেন্‌।

[খোল করতাল বাদ্য সমারোহ ও পাদ্‌রী ভট্টাচার্য্যের শালগ্রাম হস্তে প্রবেশ ও প্রস্থান।

(পুরোহিত ও পুরোহিত পত্নীর প্রবেশ)

(গীত)

স্ত্রী —

ওলো সই যজমানের বাড়ী আর কি নথ নাড়ি।

পুরুষ —

ফুরালো মোচ মুড়ান টীকী রাখা,

রেখেছি নবীন দাড়ী॥

স্ত্রী—

কালো গাউন মিস্সে ঝোলাবে

পুরুষ—

বামনী আমার বড়ি দোলাবে

উভয়ে—

বুট্ পায়ে দিয়ে চললে পথে সেলাম লাগাবে

হয়েছে বিলিতী আক্কেল

ড্যাম ড্যাম্ ঘোড়া মোড়া ছাক্ থু গোটু হেল

পুরুষ—

পুরুতগিরি আর কি করি পাদরিগিরি এই ধাড়ি ॥

নিশি। এরা ঠাকুর নিয়ে কোথা যাচ্ছে? এদিকে ত সব সাহেবের পাড়া! এর ভিতর হিন্দুর ঠাকুর কেন! মশায় ঠাকুর কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

পুরোহিত। গির্জ্জায়।

নিশি। ঠাকুর নিয়ে গির্জ্জায় কি মশায়?

পুরো। কেন মশায় চূড়োতো মন্দিরেরও আছে গির্জ্জারও আছে।

নিশি। চূড়ো থাকলে কি হয় মশায়? গির্জ্জাত খৃষ্টানের।

পুরো। পূর্ব্বে ছিল, এখন বাঙ্গালীর হ'য়েছে। এখন বাঙ্গালীর রাজ্য গির্জ্জায় বাঙ্গালীর অধিকার, খৃষ্টান তাড়িয়ে সেখানে ঠাকুর স্থাপন করা হবে।

পুং-পত্নী। তুমি চলনা, ওর সঙ্গে মিছে কি বকছ? দেখছনা মিন্সে খ্যাকা।

পুরো। মশাই কি ভাবছেন মন্দিরের দশা কি হবে, মন্দির ভেঙ্গে রাজ-নৈতিক টোল করা হচ্ছে।

নিশি। যান মশায় যান আর কেন, বেলা হলো যাই ওটা ওটী নবধনের বাড়ী। কলকেতায় নূতন নূতন সং অতটা ভাল নয়। ওর টীকী কাটবার মন ছিলনা, ও ভেবেছিল আমি পরচুলা দিয়ে টীকীটা বাগিয়েছি, তাই ছেঁটে দিলে। ঐ লাও রূপসী গোরা ছেড়ে দিয়েছে কি ঢং ক'রে নাচছে একটা সাপ টিয়ে নিয়ে চলে যাই।

[প্রস্থান।

(সেলারবেশে রমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

তোলো সেল্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ চলে গেল
হেল্ হেল্ হেল্ ওল্ড ইংল্যাণ্ড।
হেলে খেলে ঢেউয়ে দুলে,
চেরিলি চেরিলি মেরিলি মেরিলি
চলে চলে সেলার ব্যাণ্ড॥
গুড সিপ্ গ্ল্যাড্, অন্ মাই ল্যাড,
ম্যাড ম্যাড টু গোটু ল্যাণ্ড
কূলে বাজ, কূল জাহাজ
কাম্ কাম্ কাম্ কাম্ লেডী সেলার্স টু কমাণ্ড॥

গাটপরিবর্ত্তন—গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল ও রঙ্গদার ও রঙ্গদারিণীর প্রবেশ ও নৃত্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পোড়ো বাড়ী।

(কর্ণেল বেশে লবধন ও লেপ্‌টেনেণ্ট বেশে তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

দুজনে মিলিটারি ঘরে ব'সে দাঙ্গা করি ভারি।
বিষম গলাবাজী, দুজনে সমান রাজী

লব—
আমি উল্লুক সাজি

স্ত্রী—
আমি ঝাড়ু ভাজি

উভয়ে—
খিদের চোটে গরমি হ'লে নরম, থেমে যায় রণ
মিলে জুলে খাই স'জনে কারি
গপ্ গপ্ খাই কারি সুইট ভেরি॥

নেপথ্যে নিশি। লবধন ও লবধন।

লবধন। কেও ভিতরে এস।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি। ওরে লবধন, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আমার ছাতা চুরি করেছে, ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে, টিকী কেটে দিয়েছে।

লবধন। চোপ্ কেয়া বকৃতা হ্যায়।

নিশি। ই শালারাও সং সেজেছিল, এখনও কাপড় ছাড়েনি, দু চারটে ঢং ওরা করুক, আমিও জোট খাই, কিয়ে লবা! কিরে বড় রং কচ্ছিস্, এতো বাট মালুম হলোনি, দুটো আর্জি জানাই। সাহেব! আপনারা হুকিম সাহেব, দোহাই সাহেব, আমার ছাতা চুরি ক'রে নিয়েছে, ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে, আর মাথার টিকী কেটে দিয়েছে, দোহাই সাহেব বিচার কর, তোমার মেম সাহেবের দোহাই, আর সব্বাই বলচে তোমরা রাজ্য ছেড়ে পালাবে বাঙ্গালী রাজা হবে।

লবধন। ঠিক্ বাৎ।

নিশি। দোহাই সাহেব আমায় মাথা খাও, ছাতা যাক্, ব্যাগ যাক্, আমার টিকী কাটার বিচার কর।

লবধন। জান্তা নেই আইন হুয়া।

নিশি। সাহেবকে বলে যে ধরম বাপ টিকীটে বনিয়ে দাও না।

লবধন। নেই, তোম্ হামারা বোনাই।

নিশি। না সাহেব না, আমি সোজায় ভাংচিনি, আমি এক খেল খেলে লুবো।

লবধন। তোম্ হাম্‌কো চিন্‌তা নেই?

নিশি। আজ কি রংটাই হচ্ছে। না সাহেব না, বিচার কর, নইলে তোমার সাম্‌নে মাথায় ইট মেরে ম'রব; মেম সাহেব শুনেছি তোমাদের বড় দয়া, সাহেবকে ব'লে আমার গাছে বিচার হয় করে দাও,

নইলে আমি মা মা ব'লে চেঁচাব আর তুমি মুচ্ছ যাবে।

নবধন। টোম্ হালদার।

নিশি। বাঃ বাঃ যেন মানোয়ারি গোরা। সাহেব আমি বড় বিপদে প'ড়েছি।

নবধন। ক্যায়া বক্‌টা হ্যায়, হামকো চিন্‌তে পারতা নেই? দেখ হাম্ নবধন হ্যায়।

নিশি। আরে চিনেছি, আরে চিনেছি, আমি কি আর রং জানিনি তু শালা মেম্ নিয়ে একাই রং কর্‌বি?

নবধন। মেম্ কে তোমরা শালাজ্।

নিশি। ওরে শালী তুও খুব ঢং শিখেছিস্, এখন একটু ঠাণ্ডা হ, নাই খাই, টুক্‌চার তেল দে ডুব মেরে আসি। ওরে শালী, তুমি এমন হ'য়েছ? যের সময় সেই দশ বছরেরটী দেখে গেছি চিক্তে পারব কেমন করে? পাঁচ বছর দেখিনি স্ত্রীলোকের বাড় কলাগাছের বাড়।

স্ত্রী। হাবিলদার।

নিশি। হাবিলদার কিরে শালী, হাবিলদার ত সিপাই।

স্ত্রী। কর্ণেল, একে তুমি ব'ল্লে হালদার, আমি মনে কল্লেম হাবিলদার।

নবধন। না প্রিয়ে, ইনি আমার বোনাই তোমার নন্দাই।

স্ত্রী। যেই হোন, আপাততঃ যখন আমার হাবিল-

দার নেই তখন আমি একেই হাবিলদার ক'রব, হাবিল-দার!

নিশি। নবা, তোর মাগকে শাসিত ক'র্‌তে পারিস্‌নি, যা নয় তাই ব'ল্‌ছে।

নবধন। তুমি মূর্খ, আহাম্মুক, নির্ব্বোধ, বোকা, উজ-বুক, তুমি ইষ্টুপিড্‌, তুমি ফুল, তোমাকে হাবিলদারের পদ অর্পণ ক'রে আরও সম্মানিত ক'রেছে, তা তুমি বুঝ্‌তে পারেনা, তোমার যদি অপমান বোধ হ'য়ে থাকে ডুয়েল লড়, যুদ্ধ দাও।

স্ত্রী। অস্ত্র নাও।

নিশি। কিরে, তোর মাগ যা বল্‌বে তাই, অস্ত্র নাও কি বল, পাঁচ বছরের পর এলুম ব'সতে বল, তোর দিদির কথা জিজ্ঞস্‌, বিষ্ণুপুরে আমাদের এমন সং নাই। আরে সংতো ঢের দেখেছি, বৈকালকে রং করিস্‌ তো হ'স্‌ব, আমিও কি ছাড়ব?

নবধন। কি মেলা ব'ক্‌ছ অস্ত্র নাও।

নিশি। উলোর পাগলের মতন ওরে নবাই তুই খেপ্‌লি নাকি?

(রাজবেশে গণেশ ও রাণীবেশে তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ওরে দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, এরা আবার কারা এলরে?

গণেশ। তুমি জাননা, তুমি অবলা, রাজ্য ভার তুমি কিছুতেই বইতে পার্‌বে না, এত আর এলো চুলে খোপা বাঁধা নয়, আর এয়ারিং পরাও নয়, কি ক'র্‌তে

হবে. জান ? সিংহাসনে বস্‌তে হবে, মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে হবে, কেন বৃথা আকিঞ্চন ক'র্‌ছ ? যা বলি শোন, আমি বাদ্‌সা হই তুমি আমার রাণী হও।

রাণী। কি তোমার আল্‌বাব হ'য়ে থাক্‌ব ? তুমি জাননা তুমি একে পুরুষ তায় বাঙ্গালী, তোমরা ত বাগানের মালী, ফল পাকড়টা যা জন্মায় সাহেবের ডালীতে যায়, আপনারা কলাটা কচুটা যা পাও তাই খাও, খালি চাক্‌রী ক'র্‌তে মজবুত ভুত দেখ্‌লে মায়ের আঁচল ধর, এই যে বিলেত বিলেত কর সেটা কার মুলুক ? তাই বলি আমি হই বাদ্‌সাজাদী তোমায় রাজার হালে রাখ্‌ব, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমার ভাতারগিরি ক'র্‌বে চুরটটা পর্য্যন্ত আপনি ধরিয়ে খেতে হবে না।

নিশি। মেল সং সাজা ভাল নয়, ই শালার ঘাড়ে কি উল্‌কি চণ্ডী ভর ক'রেছে ? আরে ই কিরে, ইও দেখ্‌ছি আমার খুড়তুতো শালা গণেশ। গণেশ, ভাল আছ ত ? বড় বিপদ গেছে ভাই, আমার টিকী কেটে দিয়েছে, লবা শালা আমল দিচ্ছেনা, সাহেব সেজে মাগ নে মত্ত, তুমি আবার এ কি পোষাক প'রেছ, কথা কচ্ছনা যে, গণেশ ও গণেশ ওরে গণেশ!

রাণী। এই নাও, মহারাজ বাদ্‌সা, যেচে মান কেঁদে সোহাগ হবে কেন, রাজার মতন তোমার কি আছে যে লোকে তোমায় বাদ্‌সা ব'ল্‌বে ? এত ক'রে পোষাক প'র্‌লে তবু তো চিনে ফেল্লে যে গণেশ সেই গোবর

গণেশ, চাল চুল চাই? কই হেথা সিংহাসন নেই, অমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদ্‌সাই ক'রছ, আর এই দেখ দিকি মিনি সিংহাসনে আমি বাদ্‌সাজাদী হ'য়ে বসি।

নিশি। বেড়ে ব'লেছ যে, ব্যাগ্‌টা থাকলে দুখানি বার ক'রে হাতে দিতেম, ই শালারা মহলা দিচ্ছে, ই শালা চৈত সংক্রান্তিতে বেরুবেক।

রাণী। কে তুমি? হা হা হা, এক ধমকে পেটের পিলে চমকে গেছে, ভয় নেই, ভয় নেই, কে তুমি?

নিশি। শালী বড় ঝাঁকড়ালে যে, আজ্ঞে আমি লবধনের বোনাই।

রাণী। কর্ণেল?

লবধন। হাঁ বাদ্‌সাজাদি সত্য, কিন্তু আমার লেপ্‌-টনান্টরূপিনী পরিবার একে হাবিলদার ক'রতে চায়।

রাণী। উত্তম, কেমন দেখ্‌লে ত?

গণেশ। মন্ত্রী!

(১ম মন্ত্রীর প্রবেশ)

১ম—ম। মহারাজ!

রাণী। মন্ত্রী।

(২য় মন্ত্রীর প্রবেশ)

২য়—ম। মহারাণী।

১ম। কে তুমি

২য়। তুমি কে?

১ম। আমি মন্ত্রী।

২য়। আমিও মন্ত্রী।

১ম। এস,

২য়। এস।

নিশি। মশায়রা করেন কি, খামকা মারামারি করেন কেন?

১ম। স'রে যাও।

২য়। স'রে যাও।

নিশি। উহু, ই যে বাড়াবাড়ি ক'ল্লে, আমায় মাচ্ছেন কেন? তোদের কি রকম সং সাজারে? এ ঘুষো ঘুষি কেন রে? আমায় মেলে কেনে? ওরে নবা ওরে শালা, ওয়ে খুন ক'ল্লে যে, তোর বোন্‌কে একাদশী ক'র্ত্তে হবে, ওরে শালা দেখ্‌না?

১ম—ম। কেমন মশায় বলুন ত কার ঘুষীর জোর বেশী।

২য়—ম। মশায় ঠিক কথা ব'লবেন।

নিশি। ব'লব মশায় ব'লব, একটু রসুন শিরটা খেচে ধ'রেছে, দুপাশ থেকেই খেঁচে ধ'চ্ছে, আঃ আপনাদের দুজনকার ঘুষিই তুল্য মূল্য।

১ম—ম। দেখ্‌লি ভ্যাথ, যে বোঝবার সে জানে।

২য়—ম। তুই দ্যাখ তুই দ্যাখ, তুইও যদি মন্ত্রী হ'তে পারিস আমিও কমতি নই, কেমন মশাই বলুন ত?

নিশি। উঃ শালারা খামকা ধ'রে ঘুষিয়ে দিলে, সমস্ত রাত রেল গাড়ীর ধকল গেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিষ ফোঁড়া

হয়ে টাটিয়ে উঠ্‌লো নবাশালা সাহেব সেজে দুনিয়াকে দৃক্‌পাত ক'চ্ছেন, এরা দুটোতে প'ড়ে অকাতরে ঘুমুলো। আর ও শালা কি গুপ্তিপাড়ার বাঁদর সেজেছে নাকি? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, গিন্নি মরেন নবধন নবধন করে, আজ মঙ্গের দিন জান্‌লে কি কল্‌কেতায় আস্‌তুম।

(ভাটের প্রবেশ)

নিশি। মশায় ঢের সং দেখেছি, গায়ের ওপর দে দেওনি, দেখে গেলেই হয়, একে আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

১ম—ম। কাকে কি ব'লছ?

নিশি। মশায় আপনাকে ত কিছু বলি নি, আপনি অমন কচ্চেন কেন?

১ম—ম। চুপ্‌ করুন মশায় আপনি ওঁকে চেনেন না।

নিশি। নাই বা চিন্‌লুম মশায়, উনি চোক রাগাবার কে? ভাট সেজেছেন বইত নয়?

১ম—ম। অমন কথা ব'ল্‌বেন না, উনি রাজসভার হেরলড, সে কোন কালে রেওভাট ছিলেন।

নিশি। একালেই বা কার খেজুর গাছে ভাঁড় বসিয়েছেন।

১ম—ম। এখন হেরলড ভাট হ'য়েছেন, আদ্যশ্রাদ্ধের বিদায়ের জন্য আর ওঁকে ধন্না দিয়ে গালি গালাজ কর্ত্তে হবে না, কেননা, শ্রাদ্ধ আর হবে না, সকলেরই মত হ'য়েছে মৃত্যুর পর কফিনে শুয়ে একবার বক্তৃতা শুনবেন

আর স্বর্গে   ন, উনি এখন নব রাজ্যে, হেরল্ড কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন যখন যাঁকে খেতাব দেওয়া হয়, উনি রাজ-সমক্ষে তাঁর পরিচয় দান করেন, গুণগান করেন।

(বড়লাটবেশে হরিহর পাকড়াশি ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট। রাজা রাণী উভয়েই উপস্থিত, খেতাব দেবেন কে?

২য় ম। বঙ্গ সিংহাসন কিনি অধিকার কর্বেন এখনও স্থির হয় নাই, আপনি উভয়ের নিকটেই গুণকীর্ত্তন করুন, উভয়ে এখন একত্র হয়ে খেতাব দিন, পরে যিনিই সিংহাসনে বসুন যোগ্য জনকে যে সব পদ ও খেতাব দেওয়া হবে, ভবিষ্যতে তার আর নড় চড় হবে না।

ভাট। ইনি ২৪ পরগণা নিবাসী শ্রীহরিহর পাকড়াশী, বড় লাট পদের প্রয়াসী, সঙ্গে ওঁর পত্নী, ইনি যেমন রত্ন উনি তেমনি রত্নী, অতি গুণবতী, ওঁর পতি কুলে শীলে ধন্য, সমস্ত ২৪ পরগণা মান্য, দেশের জন্য ছট্‌ফট ক'রে বেড়ান, কখন বোম্বাই কখন বিলেত যান, যদি বুকের রক্ত দিতে হয় তাও স্বীকার দেশ উদ্ধার ক'র্‌বেনই ক'র্‌বেন। একবার ওলাউঠা হয়েছিল, কিন্তু জন্মভূমির হিতার্থে প্রাণপণ ক'র্‌বেন ব'লে তাতে দেহত্যাগ করেন নি, ডিউক হবার উপযুক্ত ব্যক্তি, নীল ডাউন হও, জানু পেতে ব'স।

গণেশ। হরিহর পাকড়াশী আজ হ'তে তুমি ডিউক পদে অভিষিক্ত হ'লে, ডিউকের টুপী দাও, রাইজ ডিউক

অব্ ২৪ পরগণা পান্ত্রোখান কর, তুমি বড় লাটের পদ পাবে।

রাণী। আর তুমি বড়লাটনী হ'য়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে।

(জাঁদরেল বেশে কাঙ্গালীচরণ দাস ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট। এঁর নাম কাঙ্গালী চরণ দাস নিবাস মুচিখোলা, প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন দেশের জন্যে দেবেন গলা, হ'তে চান জাঁদরেল বাহাদুর, খুব চতুর; একবার ফতুর হ'য়েছিলেন, দেশের লোক চাঁদা করে একে বড় মানুষ করে দিয়েছেন, বিলাতি প্রসিদ্ধ, বাক্‌যুদ্ধে সিদ্ধ, অধীনে আছে অনেক ভলণ্টিয়ার, কাকেও করেনা কিয়ার, ছিলেন মুখ্যি কুলীন, হয়েছেন জ্যাকবিন, ভাই কাউণ্ট হবার যোগ্য, নীলডাউন হও, হাঁটু গাড়।

রাজা। কাঙ্গালীচরণ দাস আজ হ'তে তুমি ভাই-কাউণ্ট পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ ভাই-কাউণ্ট অব মুচি খোলা, ওঠ, তুমি জাঁদরেল বাহাদুর হলে।

রাণী। আর তুমি জাঁদরেলনী হ'য়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে।

(ছোটলাট বেশে ফিকিরচাঁদ ঘোষ ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট। সেওড়া তলায় এঁর বাস, নাম ফিকিরচাঁদ ঘোষ, দেশের জন্যে সর্ব্বদাই করেন হাই হুতোশ, পলি-টিক্‌সে ভারী পটু, গাল দিতে পারেন খুব কটু, এই যে দেখ্-

ছেন মর্কটে চেহারা, এর ভিতর গুণ ভরা, অনেক জমীদার এঁর হাত ধরা, দেশের জন্যে টাকা দরকার হ'লে তাদের কাছে থেকেই আন্‌, হরিনাম না ক'রে জল খান্‌না, আর দেশের জন্যে অন্ততঃ বার কতক দীর্ঘশ্বাস না ফেলে, নিদ্রা যান না, একবার মনে ক'রেছিলেন জন্মভূমির হিতার্থে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌বেন, কিন্তু ধৈর্য্য এসে গেল, ভাবলেন যদি কখনও সুদিন উদয় হয়, ছোট লাট্‌ হবেন, মার্কুইস্‌ হবার যোগ্য, নীলডাউন হও, হাটু পাত।

গণেশ। ফকিরচাঁদ ঘোষ, আজ হ'তে তুমি মার্কুইস পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ মার্কুইস অব্‌ সেওড়াতলা, উঠে দাঁড়াও, তুমি ছোট লাট হ'বে।

রাণী। আর তুমি ছোট লাটনী হয়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে। আর কেউ উপস্থিত আছে?

ভাট। আপাততঃ নয়।

গণেশ। কর্ণেলের বোনাই. অবশ্য খেতাব পাবার যোগ্য।

রাণী। অবশ্য যখন উনি হাবিলদার হবেন।

ভাট। তোমার নাম?

নিশি। নিশিকান্ত হালদার?

ভাট। নিবাস?

নিশি। বন বিষ্ণুপুর, হাল সাকিন বনহুগলী,—মাতুল আশ্রয়ে বাস।

অব্ ২৪ পরগণা গাত্রোত্থান কর, তুমি বড় লাটের পদ পাবে।

রাণী। আর তুমি বড়লাটনী হ'য়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

(জাঁদরেল বেশে কাঙ্গালীচরণ দাস ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট। এঁর নাম কাঙ্গালী চরণ দাস নিবাস মুচিখোলা, প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন দেশের জন্যে দেবেন গলা, হ'তে চান জাঁদরেল বাহাদুর, খুব চতুর; একবার ফতুর হ'য়েছিলেন, দেশের লোক চাঁদা করে এঁকে বড় মানুষ করে দিয়েছেন, বিলাত প্রসিদ্ধ, বাক্‌যুদ্ধে সিদ্ধ, অধীনে আছে অনেক ভলন্টিয়ার, কাকেও করেনা কেয়ার, ছিলেন মুখ্যি কুলীন, হয়েছেন জ্যাকবিন, ভাই কাউণ্ট হবার যোগ্য, নীলডাউন হও, হাঁটু গাড়।

রাজা। কাঙ্গালীচরণ দাস আজ হ'তে তুমি ভাই-কাউণ্ট পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ ভাই-কাউণ্ট অব মুচি খোলা, ওঠ, তুমি জাঁদ্‌রেল বাহাদুর হলে।

রাণী। আর তুমি জাঁদ্‌রেলনী হ'য়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

(ছোটলাট বেশে ফিকিরচাঁদ ঘোষ ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাট। সেওড়া তলায় এঁর বাস, নাম ফিকিরচাঁদ ঘোষ, দেশের জন্যে সর্ব্বদাই করেন হাই হুতোশ, পলি-টিক্‌সে ভারী পটু, গাল দিতে পারেন খুব কটু, এই যে দেখ্‌-

ছেন মর্কুটে চেহারা, এর ভিতর গুণ ভরা, অনেক জমীদার এঁর হাত ধরা, দেশের জন্যে টাকা দরকার হ'লে তাদের কাছে থেকেই আন্, হরিনাম না ক'রে জল খান্‌না, আর দেশের জন্যে অন্ততঃ বার কতক দীর্ঘ শ্বাস না ফেলে, নিদ্রা যান না, একবার মনে ক'রেছিলেন জন্মভূমির হিতার্থে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবেন, কিন্তু ধৈর্য্য এসে গেল, ভাবলেন যদি কখনও সুদিন উদয় হয়, ছোট লাট্ হবেন, মার্কুইস্ হবার যোগ্য, নীলডাউন হও, হাটু গাড়।

গণেশ। ফকিরচাঁদ ঘোষ, আজ হ'তে তুমি মার্কুইস পদে অভিষিক্ত হ'লে, টুপী দাও, রাইজ মার্কুইস অব্ সেওড়া তলা, উঠে দাঁড়াও, তুমি ছোট লাট হ'বে।

রাণী। আর তুমি ছোট লাট্নী হয়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে। আর কেউ উপস্থিত আছে?

ভাট। আপাততঃ নয়।

গণেশ। কর্ণেলের বোনাই, অবশ্য খেতাব পাবার যোগ্য।

রাণী। অবশ্য যখন উনি হাবিলদার হবেন।

ভাট। তোমার নাম?

নিশি। নিশিকান্ত হালদার?

ভাট। নিবাস?

নিশি। বন বিষ্ণুপুর, হাল সাকিন বনহুগলী,—মাতুল আশ্রয়ে বাস।

গণেশ। বনহুগলী কোথায়? বাঙ্গলা ক্লুরিশ-ডিক্সনের ভিতর কি?

১ম—ম। হাঁ মহারাজ বঙ্গরাজ্যের সীমান্তর্গত।

গণেশ। সেটা সহর না বন?

১ম-ম। বোধ করি হুগলীর সন্নিকটস্থ বন ব'লেই বন হুগলী নাম হ'য়েছে।

২য় ম। কিম্বা এমনও হ'তে পারে, কার্ণেল সাহেবের বোন্ সেখানে থাক্‌তেন ব'লে বন হুগলী নাম হ'য়েছে।

নিশি। যে নারিকেল মুড়ী ঠুসে এয়েছ এখন ঠাওরাতে পাচ্ছনা—সেটা বন কি সহর?

রাণী। সেখানে নারকেল গাছ আছে?

নিশি। বিস্তর।

রাণী। তবে ত সেটা বন?

নিশি। না গো ঠাকরুণ মা, তুমিত দেখনি, বন কেন হতে যাব, অতি পবিত্র গণ্ডগ্রাম।

রাণী। গণ্ডগ্রাম? তবে ওঁকে ব্যারণ করা হোক্।

গণেশ। হাঁ ব্যারণ্ অব বনহুগলী।

ভাট। নীল ডাউন হও।

নিশি। কেনে?

১ম-ম। তুমি খেতাব পাবে।

নিশি। বেলফুল মা উলুই চণ্ডী ভর করেছে, এখান হতে সরে পড়ি, মারলে, এম্‌নি ক'রে এক কাঁধে পাখা ও

এক কাঁধে বাড়ি প'ড়্‌বে! মশায়, আজকের দিন থাক্‌ আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

ভাট। তা হবে না, নীল ডাউন হও।

নিশি। তুই চেপে ধ'র্‌তে আমায় পার্‌বি, কে তোর চয়ের খেতাব চায়?

২য় ম। চায়না ব'ল্লে শোনে কে? নীলডাউন হও।

নিশি। মেলা জুলুম করিস্‌ না, চাদর ছেড়ে দাও।

সকলে। নীল ডাউন হও।

নিশি। জোর জবরদস্তি কেন হে?

গণেশ। তুমি কর্ণেলের বোনাই।

নিশি। আর মশায় খেতাব চাই নি, ঢের্‌ হ'য়েছে আমায় ছেড়ে দিন।

সকলে। তোমায় নিতেই হবে।

নিশি। ছাড়ুন মশায়, একি জুলুম?

রাণী। ধ'রে বসিয়ে দাও।

নিশি। শালারা জুলুম ক'র্‌লেন, ছাড়্‌লেন না। মশায় সর্ব্বশরীরে বেদনা, কেন টানাটানি কচ্ছেন। আচ্ছা মশায় ব'স্‌ছি ব'স্‌ছি।

গণেশ। টুপী নিয়ে এস।

নিশি। তোর এমন সভের মুখে পেচ্ছাব ক'রে দি, যার প্রাণ ভিক্ষা মেগে খাব! টুপী আমি কিছুতেই পর্‌ব নি! থাক প'ড়ে চাদর—পিঁচে রড় দি।

[পলায়ন।

সকলে। পালাল পালাল ধর্ ধর্ ধর্।

[অনুসরণ।

(দুই জন নাগরিকার প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

যদি বাদ্ সাজাদী না করে আমায়
এই মেলে হয় বিলেত যাব,
নয় যাব আমেরিকায় ॥
রাগের চোটে যাব বিদেশে,
খুঁজে খুঁজে বাদসাজাদী না পেয়ে শেষে,
দেশের লোক সব মর্‌বে আপশোষে,—
পেরম্বারী এমন চটক
দেখব খুঁজে কোথায় পায় ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্লামেণ্ট হল।

(গোবর্দ্ধন ও সভ্যগণের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। বঙ্গ সিংহাসনের অনেক প্রার্থী উপস্থিত আছেন, কিন্তু সিংহাসন দিবার পূর্ব্বে এক কথা সকলকে ব'লে রাখা উচিত, যে বঙ্গে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত ;

সভ্যগণ, ভয় পাবেন না ! কিন্তু আমি বিশেষ সূত্রে শুনিয়াছি, যে সিংহাসনে রাজা বসিলে রমণীগণ বিদ্রোহী হইবে, যাহার ঘরে রাগী স্ত্রী আছে, তিনিই জানেন নারী কি ভয়ঙ্করী ! তিনিই জানেন এক নারীতে এক সংসারে প্রলয় উপস্থিত করিতে পারে ! যদি এক নারীর এত দূর ক্ষমতা, তবে দেশ শুদ্ধ মেয়েমানুষ জড় হ'লে কি না করিতে পারে ?

১ম-স। নারীর ভয় ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেমন ক'রে? লোকে আমাদের কাপুরুষ ব'ল্‌বে, সিংহাসনে একজন রাজাকেই বসাতে হবে।

২য়-স। কিন্তু আমি শুনিছি স্ত্রীলোকেরা মুরগীহাটা থেকে পিস্তল ক্যাপ কিনে রেখেছে, যদিও তাহাতে গোলা ছোটে না, কিন্তু আওয়াজ হয়, তাতেও কথঞ্চিত প্রাণের ভয় আছে, যদি স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধার্থিনী হ'য়ে আসেন, ইংরাজ ত স্ত্রীলোকের উপর অস্ত্রচালনা করবেন না।

৩য়-স। শুধু তা নয় আমি দেখে এলেম অনেক স্ত্রীলোক রান্নাবান্না ফেলে—হাতা, বেড়ী, চেলাকাঠ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে, কেউ বাটনা ফেলে নোড়া আস্ফালন ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌ছে, কেউ কুটনো ফেলে বঁটি নিয়ে ছুটে আস্‌ছে।

৪র্থ-স। সিংহাসন স্ত্রীলোককেই দেওয়া হোক, আমি ভীরু নই, কিন্তু সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, ঐ যে

বেষ্টীর কথা শুন্‌লেন, ও স্ত্রীলোকের হস্তে বড় ভয়ানক অস্ত্র, ঐ অস্ত্র একবার গলদেশে আট্‌কে যদি একটা টান লাগায় এমন পুরুষ নাই যে পদানত হবেন না, ঐ যে নোড়া আস্ফালনের কথা শুন্‌লেন কার মাথায় প'ড়বে, ঠিক কি, ভাবুন দূর হইতে ছুড়িয়া মারিবে! বঁটির কথা আর কি ব'লব!

৫ম-স। হুনেন মশায় হুনেন, আমি রামচরণ তরপদারের হমুন্দি, আমারেনি হিংগাসন দেন, মায়াগুলার ভয় করবেন না। আমাগর আরতে বিস্তর মুটে আছে, আপনাগর মাগীগুলা কত বড় হওা, এক একটানি আসবে, আর ঝাঁকায় দিবে চাপ, ধরিয়ে ঝাঁকায় পুরে বস্তাবন্দী ক'রে পদ্মাপার করমু।

৬ম-স। ওহে বাপু থাম থাম, এ তোমার ডাহার মাগী নয়,—হস্ত হাতে হলুদ মেখে বারো হাত ঘুমটা দিয়ে গঙ্গাচানে যায়! এরা সব গাউন পরে, লেকেন করে, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়।—

৫ম-স। দ্যাহেন ত মুশায়, ডাহা ডাহা করেন, ডাহা কম্‌তি কিসে? আমরাও হংবাদ পত্র পরি—হবা ক'রি, আপনারা আর ব্যাশী করছেন কি?

গোবি। তর্কের সময় নয় যা হয় একটা স্থির হোক্‌—স্ত্রীলোককে সিংহাসন দেওয়া হবে কি পুরুষকে?

সকলে। স্ত্রীলোককে—স্ত্রীলোককে।

১ম-স। স্ত্রীলোককে সিংহাসন দেওয়া হোক তাকে

আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তাদের রাজ কার্য্যে কোন হাত থাকবে না।

গোব। আরে রাম রাম, বক্তৃতা আদি সব আমরাই ক'র্‌ব, স্ত্রীলোক কেবল সিংহাসনে থাক্‌বে।

বম-স। হ, হুদু এই লইয়া হন্তুষ্ট থাক্‌বে! একবারনি উঠাইলে গায়ে পা দিয়ে চ'ল্‌বে! দেন মশায় আমারেনি হিঙ্গাসন, আমি রামচরণ তরপদারের ছমুন্দি, হালাগর হালার ঘটে নাই বুদ্ধি, রাজ্য চালাবার চায়!

গোব। চুপ করুন না মশায়, রাজনৈতিক আন্দোলনে বাধা দেবেন না। আপনি জানেন না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!—সাতশ বছরের হারা রাজ্য আমাদের হাতে আস্‌ছে, কিন্তু না আস্‌তে আস্‌তে স্ত্রীলোকেরা ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছে।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি। দোহাই মশায়রা, দোহাই মশায়রা, শালারা সংসেজে আমায় যৎপরোনাস্তি নাকাল ক'রেছে। তোমরা ত সংগাজনি? আমার ছাতা গেছে, ব্যাগ গেছে, চাদর কেড়ে নেছে, রাস্তার হুড়োহুড়ীতে এক পাটী জুতো যে কোথায় উড়ে গেল, কিছুই ঠিক পেলেম না, এই দেখুন আমার টীকী কেটে নিয়েছে, আর আমায় খেতাব দেবে ব'লে টুপী নে তাড়া ক'রেছে।

(রাণী ও অনেক নাগরিকার প্রবেশ)

বম-স। লও, হালাগর হালার রাজ্য কাড়িয়া লও!

রাণী। একি, পার্লামেন্ট হচ্ছে আমার অজ্ঞাত সারে? সিংহাসন কার?

গোব। স্থির করা হয়েছে আপনাকেই দেওয়া হবে।

নাগরিকা। রাজ্যশাসনে আমাদের হাত থাকা চাই।

রাণী। কি বল চুপ ক'রে র'য়েছ কেন?

গোব। আজ্ঞা আজ্ঞা সেটাত—

রাণী। সেটাত কি? আমরা পার্লামেন্টে ব'সব বক্তৃতা করব।

গোব। আজ্ঞা—

সেনা। হালাগব হম্মতি নাই, গায় ধরিয়া চব্‌মারিয়া কারিয়া লও।

রাণী। কি সম্মতি নেই? সাজ সাজ কে কোথায় আছ!

(সভ্যগণের পলায়ন)

(বীররমণগণের প্রবেশ)

রমণীগণ। (গীত)

সেজেছি বেড়ী হাতে
ফুল বাঙ্গালী জানে না তা!
রেগেছি বেজায় রকম মেজাজ গরম
এড়াবে কে মোড়ার ঘা!

হাতায় হাতায় খাতায় খাতায় ক'রব খুন,
ব্যান্নলে দেবনা নুণ,
কোনশালী আর পাণে দেবে চুণ,—
নারী কত সইতে পারি দিয়েছে বিষম দাগা।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিডেন গার্ডেন।

(অনেক বক্তার প্রবেশ)

অনেক লোক। বঙ্গেশ্বরী জেগেছেন এখন প্রাণ ভ'রে চিল্লে ভারত মাতার ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি। এ শালারা খেপেছে কি আমার মাথাটা বিগড়েছে, একটা হদিস দেখি, সাত সাগরের জল খেলুম, আমারই মাথাটা বিগড়েছে! রোস রোস, আগে ঠাউরি নি, আমারই মাথা বিগড়ে গেছে আচ্ছা দেখি দিকি আগা গোড়া সব মনে ক'রে, আমার নাম নিশিকান্ত হালদার, এখন ধর বাড়ী বন হুগলী, এলাহাবাদের রেলের গুদম সরকার, সেখানে আমার পরিবার আছে, এক বেটীছেলে এক বেটাছেলে, পাঁচবৎসর বাড়ী আসি নি, বড়ো পিসির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব:

রাণী। একি, পার্লামেন্ট হচ্ছে আমার অজ্ঞাত সারে? সিংহাসন কার?

গোব। স্থির করা হয়েছে আপনাকেই দেওয়া হবে।

নাগরিকা। রাজ্যশাসনে আমাদের হাত থাকা চাই।

রাণী। কি বল চুপ ক'রে র'য়েছ কেন?

গোব। আজ্ঞে আজ্ঞা সেটাত—

রাণী। সেটাত কি? আমরা পার্লামেন্টে ব'সে বক্তৃতা করব।

গোব। আজ্ঞা—

সে-প। হালাগব সম্মতি নাই, গায় ধরিয়া চড়মারিয়া কারিয়া লও।

রাণী। কি সম্মতি নেই? সাজ সাজ কে কোথায় আছ।

(সভাগণের পলায়ন)

(বীরমণগণের প্রবেশ)

রমণীগণ। (গীত)

সেজেছি বেড়ী হাতে
ফুল বাঙ্গালী জানে না তা!
রেগেছি বেজায় রকম মেজাজ গরম
এড়াবে কে নোড়ার ঘা!

হাতায় হাতায় খাতায় খাতায় ক'রব খুন,
ব্যান্নলে দেবনা নুণ,
কোনশালী আর পাণে দেবে চুণ,—
নারী কত সইতে পারি দিয়েছে বিষম দাগা।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিডেন গার্ডেন।

(অনেক বক্তার প্রবেশ)

অনেক লোক। বঙ্গেশ্বরী জেগেছেন এখন প্রাণ ভ'রে চিলে ভারত মাতার ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি। এ শালারা খেপেছে কি আমার মাথাটা বিগড়েছে, একটা হদিস দেখি, সাত সাগরের জল খেলুম, আমারই মাথাটা বিগড়েছে! রোস রোস, আগে ঠাউরি নি, আমারই মাথা বিগড়ে গেছে আচ্ছা দেখি দিকি আগা গোড়া সব মনে ক'রে, আমার নাম নিশিক ন্ত হালদার, এখন ধর বাড়ী বন হুগলী, এলাহাবাদের রেলের গুদম সরকার, সেখানে আমার পরিবার আছে, এক বেটীছেলে এক বেটাছলে, পাঁচবৎসর বাড়ী আসি নি, বুড়ো পিসির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব;

ধরা তুই সরা দেখিস এতই কি গুমোর ;—
খুল্‌লে বোতল আস্‌বি ছুটে
শুধবে কে বল শুঁড়ীর ধার ॥

মাতাল। তবে রে শালা জুতো চোর, আমি নিরি-বিলি একটু খানায় প'ড়ে ঘুমিয়ে ছিলুম, আর এক পাটী জুতো খুলে এনেছ, দে শালা দে!

নিশি। আ মর্ শালা, জুতো নিয়ে টানাটানি কেনে?

মাতাল। ছাড়্ শালা নইলে কামড়াব।

নিশি। কামড়াবি, কামড়াতে আমি জানিনে, পায়ের জুতো কি তোরে ছাড়্‌ব নাকি?

মাতাল। তবে আমার এক পাটি কোথা গেল?

নিশি। দেখ্‌গে যা তোর কোন্ মাসীর ঘরকে ফেলে এসেছিস। শালা মাতাল।

মাতাল। শালা, আমি মাতাল? তুই শালা জুতো চোর, দে শালা আমার জুতো দে!

নিশি। মর্ শালা তোর চোক্ আছে যে দেখবি? তোর কালো আমার যে সাদা।

মাতাল। বুঝেছি বাবা বুঝেছি, রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে সাদা করে ফেলেছ।

নিশি। তোর যে বগ্‌লস্ রে, আমার যে ফিতে বাঁধা।

মাতাল। সাজ্ বদলে ফেলেছ, ভালয় ভালয় ছাড় বাবা নইলে কামড়াব, এই কামড়ালুম।

নিশি। তোর এমন মাতলামো আমি জানতুম্ নি, কামড় দিস্ তো এই জুতোয় কামড় দে। ধর শালা ব্যাঙকে ক'রে ধর।

মাতাল। ছাড়বিনি শালা!

নিশি। ছাড়ব নাই, পাটীকে পাটী সাফাই করবি? ছাড়ব নাই, মাতলাম আমি জানি নাই তুই মাতলাম দেখাচ্ছিন্ ফিরে, ষ্টেশনে স্মিগুলে আর—ন্যাশার লোকে ব্যাগে হারাইয়াছি। আমার চেয়ে কত ন্যাশা করিস বলত?

[জুতা কাড়াকাড়ি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(ইস্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

গ্যালপ্ গ্যালপ্ গ্যালপ্ চল, না হয় নাচ পলকা
লিটল্ লিটল্ ল্যাড লেডীস্
বেরিয়েছি আজ্ হলকা।
একজামিন কাল, চালো ল্যাড লেডী চাল,
নয়তো সার দেবে গাল
টেক কেয়ার মাই ডিয়ার হয়োনাক হালকা।

পট পরিবর্ত্তন—গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল।

(রঙ্গদায়নী ও রঙ্গদারগণের প্রবেশ)

পঞ্চম দৃশ্য।

কেল্লার সন্নিকটস্থ মাঠ।

(রমণীগণের প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

রমণীর এমনি আঁখির জোর।
বেড়ী হাতে তেড়ে যেতে লেগে গেল ঘোর॥
অধর নোড়া হাতার কারখানা,
রণেলো দিয়েছি হানা,
কে আছে পুরুষ নারীর প্রতাপ মানে না,
কে এমন হয় না গোলাম
বাঁধলে মোহন বেণীর ডোর॥

(নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশি। এখানকে তাড়ুচে বটে! পাশ কাটাই। গাড়ীর কল কেতায় মুখে ঝাঁটার বাড়ী, ব'লছ তোমার গাঁজার ঘর, সে শালা নং সেজে খেপেছে, গণেশ, তারা নাথ ভাতারে খেপেছে, কি ব'লছ? কোন থানকে যাব বল! এখানে বেড়ী নিয়ে তাড়ুচে; ওখানকে হাতা নিয়ে তাড়ুচে, সেখানকে নোড়া নিয়ে তাড়ুচে। তাড়লে নাকের নেজে, তাড়ুলে সেম নেজে; খুনা দিলে, জুতা নিয়ে চম্পট দিলে, টিকী কেটে দিলে! এই চাপা কলার কলকেতায় কি আর থাকি? রেলের টিকীট ক'রে এলাহাবাদে

চলে যাচ্ছি, এর ভিতরি আর কোন্ শালা না যেয়াও করে! ঐ লাও আস্‌ছে চলে দেখা দেওয়া হবেক নি, এই গাছের আড়ালে থাকি; বাপ্ বাপ্ একবার কলকেতা ছাড়াতে পারলে হয়! ই শালারা ঘোড়া লেজে চাট ছুড়ছে, আমাকেই চাট হান্‌বেক। (অন্তরালে অবস্থান)

(অশ্বারোহী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ।)

সকলে। (গীত)

মুস্কিল হ্যায় ঘোড়ে পর সোয়ার হোনা।
বাবু লোগ ঘোড়ে বনা, চড়েগা জেনানা॥
বহুত আচ্ছা ঘোড়া ওস্কা কহে ক্যাবাত,
শিখা হুম হেলানে ছোড়্‌নে লাত,
জেনানা মেমকো খিলানে হাওয়া,
বহুত মতলবসে জিন কসকে আয়া,
বিবিলোক আও সোওয়ার হো যাও,
কেত্তা মজা ওড়েগা ওস্কো ক্যায়া ঠিকানা॥

[সকলের প্রস্থান।

নিশি। ই শালারা খ্যাপার ওপর খেপেছে, ঘোড়া সেজেছে, মাগীদের পীঠে বন্ কচিয়ে হাওয়া খাইয়ে বেড়াবে! কোন্ থান্‌কে যাই? একবার পুল পার হ'য়ে হাওড়াতে পৌছতে পার্‌লে হয়! ঐ লাও আর যাওয়া হলো না, একেবারে চারদিক থেকে ঘেঁকে আস্‌ছে শালারা আমায় না খেপিয়ে ছাড়বেকনি, পালাবারও

আর কিছু ক'রব না, এই গড়ের মাঠকে পড়ে থাকি প্রাণ থাকে থাক, যায় যাক্ ।

(গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সভ্যগণ ও ইংরাজ ডেপুটীর প্রবেশ)

গোব । উঠুন মহাশয় উঠুন, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ।

নিশি । কি কি !

গোব । রাজ্য হাতে আসুতে না আসুতেই তো সিংহাসন রমণীকে কেড়ে নিলে, আবার এই ডেপুটী মহাশয় ব'লছেন, সাহেবদের অভিপ্রায়—রেলওয়ে, গ্যাস্‌লাইট, কেরোসিন ল্যাম্প বাঙ্গালায় রেখে যাবেন না ।

নিশি । তা আমার কি !

গোব । বড় বিপদ, দেশকো আঁধিয়ে পার্লেমেণ্ট ক'রব ?

ইং-ডে । মহাশয় শুধু তাই নয়, আবার বিপদের ওপর বিপদ, ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছেন বাঙ্গালা ছেড়ে যাওয়ায় পূর্ব্বে, আপনাদের সব এই স্থানে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে রয়েল সেলিউট অর্থাৎ রাজসম্মান সূচক একুশ একুশ তোপ দিয়ে যাবেন ।

সকলে । ও বাবা সে যে বেজায় আওয়াজ !

ইং ডে । তা ব'ল্লে হয় কি !

গোব । আপনি মশায় কোন রকমে মানা করুন !

নিশি । দাও তোপ দেগে ।

গোব । মশায় কোন রকমে মানা করুন ।

ইংরেজ। তার আর উপায় নেই ইংরাজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

গোবর। তবে আমরা বক্তৃতা ধর্‌ব।

ইংরেজ। তা ধর্‌বেন ধর্‌বেন তারা আওয়াজ এই দিলে বলে।

গোবর। অত জুলুম করেন ত, আমরা সব রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

ইংরেজ। তা হ'লে তাঁরা ব'লেছেন,—ত্রুক সহর দিয়ে ধ'রে আনবেন। সেলামী তোপ আপনাদের নিতেই হবে।

সকলে। ও বাবা, সে যে বেজায় আওয়াজ!

(গীত)

বোম্ বোম্ ছাড়বে আওয়াজ বাপ্ বাপ্ বাপ্
দোহাই সাহেব কর মাপ।
তোপের তোমার বেজায় যে আওয়াজ
কড়্ কড়িয়ে পড়ে যেন বাজ,
ভালয় ভালয় ফিরি এস
স্বাধীনতায় নেইকো কাজ—
গুড়ুম্ গুড়ুম্ ছাড়লে আওয়াজ
বুকের ভিতর ধরে কাঁপ॥

(সকলের পলায়ন)

উপসংহার।

পরীস্থান।

(পরীগণ)

সকলে (গীত)

Rule Britania rule the land
Love our hearts unite.
Merry Merry old England
Be thy days all bright.
Heaven bless our Empress queen,
'Pon her strength we all do lean.
God give us all rice and *dawl*,
Our guide be thy light.
Our task is done, let us be gone,
Good night ! Good night ! !

যবনিকা পতন।

আর কিছু ক'র্‌ব না, এই গড়ের মাঠকে পড়ে থাকি প্রাণ থাকে থাক, যায় যাক্।

(গোবৰ্দ্ধন প্রভৃতি সভ্যগণ ও ইংরাজ ডেপুটীর প্রবেশ)

গোব। উঠুন মহাশয় উঠুন, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

নিশি। কি কি!

গোব। রাজ্য হাতে আস্‌ছে না আস্‌তেই তো সিংহাসন রমণীকে কেড়ে নিলে, আবার এই ডেপুটী মহাশয় ব'ল্‌ছেন, সাহেবদের অভিপ্রায়—রেলওয়ে, গ্যাস্‌লাইট, কেরোসিন স্যাম্প বাঙ্গালায় রেখে যাবেন না।

নিশি। তা আমার কি!

গোব। বড় বিপদ, দেশকে। আলিয়ে পার্লেমেণ্ট ক'র্‌ব?

ইং-ডে। মহাশয় শুধু তাই নয়, আবার বিপদের ওপর বিপদ, ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছেন বাঙ্গালা ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব্বে, আপনাদের সব এই স্থানে সারবন্দী দাঁর করিয়ে প্রত্যেককে রয়েল সেলিউট অর্থাৎ রাজসম্মান সূচক একুশ একুশ তোপ দিয়ে যাবেন।

সকলে। ও বাবা সে যে বেজায় আওয়াজ!

ইং ডে। তা ব'ল্লে হয় কি!

গোব। আপনি মশায় কোন রকমে মানা করুন!

নিশি। দাও তোপ দেগে।

গোব। মশায় কোন রকমে মানা করুন।

ইংরেজ। তার আর উপায় নেই ইংরাজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

গোর। তবে আমরা বক্তৃতা ধরব।

ইংরেজ। তা ধরেন ধরবেন তারা আওয়াজ এই দিলে বলে!

গোর। অত জুলুম করেন ত, আমরা সব রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

ইংরেজ। তা হ'লে তাঁরা ব'লেছেন,—তুরুক সহর দিয়ে ধ'রে আনবেন। সেলামী তোপ আপনাদের নিতেই হবে।

সকলে। ও বাবা, সে যে বেজায় আওয়াজ!

(গীত)

বোম্ বোম্ ছাড়বে আওয়াজ বাপ্ বাপ্ বাপ্
দোহাই সাহেব কর মাপ।
তোপের তোমার বেজায় যে আওয়াজ
কড়্ কড়িয়ে পড়ে যেন বাজ,
ভালয় ভালয় ফিরি এস
স্বাধীনতায় নেইকো কাজ—
গুড়ুম্ গুড়ুম্ ছাড়লে আওয়াজ
বুকের ভিতর ধরে কাঁপ॥

(সকলের পলায়ন)

—

উপসংহার।

পরীস্থান।

(পরীগণ)

সকলে (গীত)

Rule Britania rule the land
Love our hearts unite.
Merry Merry old England
Be thy days all bright.
Heaven bless our Empress queen,
'Pon her strength we all do lean.
God give us all rice and *dawl*,
Our guide be thy light.
Our task is done, let us be gone,
Good night ! Good night ! !

যবনিকা পতন।